**\* সাম্যবাদী শিক্ষা ও চেতনায় নজরুল ইসলাম\***

**\*Nazrul Islam in Communist Education and Spirit\***

 **হরিদাস বিশ্বাস।**

 **শিক্ষক, গবেষক।**

 **হেলেঞ্চা হাইস্কুল। হেলেঞ্চা। উঃ২৪ পরগনা।**

 **পশ্চিমবঙ্গ।**

আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সবাই কমবেশি জানি। কিন্তু আমরা কি তাঁর লেখনীতে কতটা সাম্যের ,শিক্ষার, চেতনার কথা বলতে চেয়েছেন।‌ আজকে আমি একটু লেখার চেষ্টা করছি। তিনি যে একজন প্রকৃত সাম্যবাদী কবি ছিলেন তার প্রতিফলন আমরা তার কবিতা ও গানের মাধ্যমে খুঁজে পাই। কবির মন ছিল অত্যন্ত কোমল; মানুষের সামান্যতম দুঃখ কষ্ট কে তার হৃদয়ে বেদনার রেখাপাত করে গেছে। যা আমরা কবির লেখা পাঠ করলেই সহজেই অনুধাবন করতে পারি। চরম দারিদ্র্যতা তাকে কষাঘাতে নিষ্পেষিত করেছে বলেই কী তিনি নিজেকে এই ঘুণে ধরা সমাজ থেকে মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন? হয়তো তাই।যা না হলে তিনি তার কবিতায় কী সহজেই এভাবে সমাজের কুলি- মজুরদের নিয়ে তাদের ওপর নির্যাতনের যে রেখাচিত্র তুলে ধরেন তা কি তিনি পারতেন? হয়তো পারতেন। তার পরেও বলব তিনি জীবনকে, সমাজকে আপন আয়নায় দেখেছেন। আর ছবির মতো করে তুলে এনেছেন তার একের পর এক কবিতায়।



 কাজী নজরুল ইসলাম

কৈশোরে নজরুলের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার ভিত্তি গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীকালে তাকে সাম্যবাদী হতে পথ মসৃণ করে দেয়। রাণীগঞ্জে নজরুলের শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ নামে একজন প্রিয় বন্ধু জুটেছিলেন। নজরুল ইসলাম মুসলমান, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় হিন্দু- ব্রাক্ষণ, আর শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ খ্রিস্টান। তিন বন্ধু একসঙ্গে খেলাধুলা করতেন। একসঙ্গে বেড়াতেন।এই যে তিন ধর্মের তিন বন্ধু একত্রে মেলামেশার কারণে ই নজরুলের ভেতরে সেই কৈশোর থেকেই অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত করেছে।

মুসলিম পরিবারের সন্তান এবং শৈশবে ইসলামী শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েও তিনি বড় হয়েছিলেন একটি ধর্মনিরপেক্ষ সত্তা নিয়ে। একই সঙ্গে তার মধ্যে বিকশিত হয়েছিল একটি বিদ্রোহী সত্তা। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাকে রাজন্যদ্রোহিতার অপরাধে কারাবন্দী করেছিল। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন অবিভক্ত ভারতের বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন।

দারিদ্র্যের কারণে তিনি ব্রিটিশ পরিচালিত ঊনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্টের সৈনিক হিসেবে করাচি সেনানিবাসে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন।তার সৈনিক জীবন ই তাকে মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সেখানে তিনি কাজের অবসরে বসে বসে কাব্য চর্চা শুরু করেন।রুশ বিপ্লবের সময় সারা দুনিয়া যখন সর্বহারার জয়গান সমুচচারিত হতে থাকে, ঠিক তখনই কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ও নাড়া দিয়ে যায়। তখনই নজরুল লিখেছেন----

 'সিন্ধুপারে সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল'।

 এই কবিতা দিয়েই তার সাম্যবাদী আদর্শের জানান দেন বলেই ধরে নেওয়া যায়। আমরা তার প্রকাশিত এই কবিতা র দিকে তাকালে দেখতে পাই তার 'মুক্তি' কবিতাটিই তার সাম্যবাদী শিক্ষা চেতনা স্ফুরণ ঘটিয়েছে। নজরুল তার মুক্তি' কবিতাটি ' বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির দপ্তরে পাঠান। সেই সুবাদেই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সংগঠক মুজফ্ফর আহমেদর সাথে তার যোগাযোগ ও পরিচয় হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মুজফ্ফর আহমেদের পরামর্শেই নজরুল ইসলাম সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেন। নজরুল ইসলাম মুজফ্ফর এর সাহচর্যে এসে আরো বেশি সাম্যবাদী আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তখন থেকেই সাম্যবাদীর চিন্তার প্রকাশ পুরোদমে ঘটে নজরুল এর লেখায়। নজরুল কতৃক প্রকাশিত ও পরিচালিত' ধূমকেতু', 'লাঙল,' নবযুগ',' গণবাণী'. প্রভৃতি পত্রিকা হয়ে ওঠে সাম্যবাদী চিন্তার মুখপাত্র।১৯২২ সালের১২ ই আগস্ট নজরুলের একক চেষ্টায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক" ধূমকেতু" । ধূমকেতু রাজনৈতিক কাগজ হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। নজরুলই এই কাগজটির নামকরণ করেন।

 নজরুল সাম্যবাদী ভাবধারার ক্ষেত্রে সামাজিক যে সমস্ত অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। সামাজিক যে সমস্ত অসাম্যের বিশেষ করে জাতিগত বিভেদ,ধনী গরীবের বিভেদ, শিক্ষিত অশিক্ষিতের বিভেদ, নারী পুরুষের বিভেদ। নজরুল ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনে মুসলমান হলেও মনে ধর্ম মুক্ত ছিলেন। তিনি হিন্দু ও হতে চান নি, আবার মুসলমান ও হতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ হতে। মানুষ হয়ে মানুষের কাছে যেতে চেয়েছিলেন। তাদের অধিকার আদায় করতে চেয়েছিলেন। নিজের চোখে দেখেছিলেন হিন্দু ও মুসলমানের দাঙ্গা।কবি এ সব দেখে আর ঠিক থাকতে পারেন নি। ধর্মের এই বাড়াবাড়ি দেখে বিক্ষোভ এ ফেটে পড়েন।তাই তিনি 'সাম্যবাদী' কাব্যের' মানুষ' কবিতায় সেকথা তুলে ধরেছেন।

 " তবে মসজিদ- মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী,

 মোল্লা- পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।

কবির কাছে মনে হয়েছে মন্দির আর মসজিদ হচ্ছে শয়তানের মন্ত্রনাগার। কারন ধর্মে র নামে প্রতিষ্ঠান গুলি নিয়ে চলছে সাম্প্রদায়িক দলাদলি।

অন্যদিকে শিক্ষা দিকে " যুগবাণী" প্রবন্ধের অনেক জায়গায় শিক্ষা সম্পর্কে কবি সোচ্চার হয়েছেন। মানুষের মধ্যে শিক্ষার ও চেতনার অভাবের ফলে দেশে এতসব নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থীরা পুরাণুকরণের মাধ্যমে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বর্জন করেছে। বর্তমানের শিক্ষায় মানুষ তৈরি হয় না, সেখানে তৈরি হয় যন্ত্র। শিক্ষা কে সবার মধ্যে প্রসারিত করতে হলে যা দরকার,সে সম্পর্কে কবি বলেছেন-- "আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হ ওয়া উচিত ছিল। বিজাতীয় অণুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছি, অধিকাংশ স্থলে ই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ 'হণুকরণে,' পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ভালো,- মন্দ কে ভালো বলিয়া মানিয়ে লওয়া আত্মা‌ নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্য কে নেহাত খর্ব ই করা হয়।"

আবার, জাতীয় শিক্ষা' নিবন্ধেও কবি শিক্ষা সম্পর্কে এক ই সুরের প্রচার করেছেন ---" যদি আমাদের এই জাতীয় বিদ্যালয় ওই সরকারি বিদ্যাপীঠ এর দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে আত্ম প্রকাশ করে,তাহা হইলে আমরা কিছুতেই

 উহাকে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না,বা গৌরব ও অনুভব করিতে পারি না।"' জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' নিবন্ধে নজরুল সেই শিক্ষার প্রচলন চেয়েছেন যে শিক্ষা মানুষের জীবন ও শক্তি কে সজাগ ও জীবন্ত করে তোলে। অর্থাৎ ছেলে মেয়েদের দেহ ও মন দুইকেই পুষ্ট করতে পারে তবেই হবে আসল শিক্ষা।

প্রথমে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এবং পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত প্রদেশের নওশেরায় যান। প্রশিক্ষণ শেষে করাচি সেনানিবাসে সৈনিক জীবন কাটাতে শুরু করেন। তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর। এই সময়ের মধ্যে তিনি ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাধারণ সৈনিক কর্পোরাল থেকে কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পর্যন্ত হয়েছিলেন। উক্ত রেজিমেন্টের পাঞ্জাবী মৌলবির কাছে তিনি ফার্সি ভাষা শিখেন। এছাড়া সহ-সৈনিকদের সাথে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতের চর্চা অব্যাহত রাখেন, আর গদ্য-পদ্যের চর্চাও চলতে থাকে একই সাথে। করাচি সেনানিবাসে বসে নজরুল যে রচনাগুলো সম্পন্ন করেন তার মধ্যে রয়েছে, বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী (প্রথম গদ্য রচনা), মুক্তি (প্রথম প্রকাশিত কবিতা); গল্প: হেনা, ব্যথার দান, মেহের নেগার, ঘুমের ঘোরে, কবিতা সমাধি ইত্যাদি। এই করাচি সেনানিবাসে থাকা সত্ত্বেও তিনি কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী, মর্ম্মবাণী, সবুজপত্র, সওগাত এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা। এই সময় তার কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ফার্সি কবি হাফিজের কিছু বই ছিল। এ সূত্রে বলা যায় নজরুলের সাহিত্য চর্চার হাতেখড়ি এই করাচি সেনানিবাসেই। সৈনিক থাকা অবস্থায় তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেন। এ সময় নজরুলের বাহিনীর ইরাক যাবার কথা ছিল

অন্যদিকে নজরুলের সাম্যবাদী চেতনার আদর্শ ছিল আলাদা। তিনি দেখেছেন ভারতবাসীর উপর শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নির্মম অত্যাচার এবং শোষণকে। ধর্ম ধ্বজাধারী রাও তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিরীহ মানুষের উপর উৎপীড়ন চালিয়ে নিরন্ন এবং অসহায় করেছে। এই অসাম্য দেখে নজরুলের কবি হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে।তাই জনদরদী কবি সাম্যবাদ নিয়ে হাজির হয়েছেন। মানুষের উদ্ধারের বিপ্লবের মন্ত্রে তাদের সজাগ করেছেন। একদিকে যেমন বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বের আড়ালে একটি কোমল হৃদয়ের সন্ধান দিয়েছেন। তেমনি সর্বমানবের মুক্তি এবং সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা নজরুলের যেমন উদ্দেশ্য তেমনি মার্কসের ও উদ্দেশ্য । তবে পার্থক্য শুধু আদর্শ গত। নজরুল ইসলাম মার্কসের মত বস্তু বাদী ছিলেন না। তিনি কবি তাই তার সাম্যবাদ মানবদরদী কবির সাম্যচিন্তা। 'সাম্যবাদী' কাব্যে ফুটে উঠেছে তার অসাম্প্রদায়িক অগ্নি চেতনা। সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহতাকে পুড়িয়ে তিনি সমগ্র বিশ্বের ধর্ম মত এবং সমস্ত মানুষ কে অতি আপনার করে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। যেখানে সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ আগুন থাকবে না, শ্রেনি বৈষম্য থাকবে না।, শোষণ বঞ্চনা থাকবে না এই জন্য কবির উচ্চারণ ----

 " গাহি সাম্যের গান --

 যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান।"

 যেখানে মিশেছে হিন্দু- বৌদ্ধ- মুসলিম- ক্রীশ্চান।

 গাহি সাম্যের গান!

 কে তুমি পার্সি জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল,বিল,গারো?

 কনফুসিয়াস? চার্বাক চেলা? বলে যাও,বল আরো!

* বন্ধু,যা খুশি হও,-----

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাম্যবাদী চিন্তায় নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত লিখেছেন -- এই রবীন্দ্রনাথ এমন এক ব্যক্তি,যার অন্তরে দুর্বার একটা অস্থিরতা জেগেছিল সেইসব মানুষের জন্যে, যাঁরা নদীতে জাল ফেলেন, মাঠে যারা চাষ করেন, যাঁরা সার্বিক শ্রমের বিনিময়ে নগর বন্দর ও কলকারখানা চলন্ত রাখেন। অথচ নিজেদের যাঁরা রিক্ত, নিঃস্ব ও সর্বহারা। দূর থেকে দেখা এই শ্রম কারী নীচুতলার মানুষদের মধ্যে নেমে গিয়ে, তাদের একজন হবার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি।(মানুষের স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও সাম্যচিন্তা।)

সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা ' সাম্যবাদী' তে কবি সাম্যের গান শুনিয়ে হিন্দু- বৌদ্ধ- মুসলিম-ক্রীশ্চান- সাঁওতাল- ভীল- গারো- কনফুসিয়াস ও চার্বাক পন্থী সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে ধর্মের বিভেদ বৈষম্য ভুলে যেতে বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন কোরআন- পুরাণ- বেদ- বেদান্ত- বাইবেল- ত্রিপিটক-জেন্দাবেস্তা- গ্রন্থসাহেব ইত্যাদি ধর্ম গ্রন্থ পাঠ কেবলমাত্র পন্ডশ্রমের নামান্তর। পুঁথি ঘেটে ঈশ্বর কে পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের হৃদয়ে ই সকল দেবতা- যুগাবতারদের বিশ্ব দেউল। সেই হৃদয়ের ঠাকুরকে ভুলে কেবল বাইরের আড়ম্বর দিয়ে পুজার আয়োজন! মানবহৃদয়ে নিত্য বিরাজমান ঈশ্বর কে দেখতে হলে মনের সব সংকীর্ণতা ভুলে যেতে হয়। ছিন্ন করতে হয় স্বার্থের নাগপাশ বন্ধনকে।তাই তিনি' সাম্যের গান' কবিতায় লিখেছেন---

 তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের ঞ্জান,

 সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ!

মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ দূর করতে চেয়েছিলেন। হিন্দু- মুসলমান- গ্রীক ইত্যাদি পুরাণের সঙ্গে ঘটনা চরিত্রে র উপস্থাপন কবি তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ধনী- দরিদ্রদের মধ্যে তিনি অসাম্য দূর করতে চেয়েছিলেন।তাই সাম্যবাদী চেতনায় নিজের আস্থাকে প্রতিষ্ঠা করতে' সাম্য' কবিতায় বলেছেন--

 " বন্ধু, এখানে রাজাপ্রজা নাই, নাই দরিদ্র- ধনী,

 হেথা পায় নাকো কেহ ক্ষুদ- ঘাঁটা,কেহ দুধ- সর ধনী।"

 " সাম্যবাদী- স্থান-

 নাইকো এখানে কালা ও ধলার আলাদা গোরস্থান।।"

 " এই সে সর্গ, এই সে বেহেশত, এখানে বিভেদ নাই,

 যত হাতাহাতি হাতে হাত রেখে মিলিয়াছে ভাই ভাই।"

"নেইকো এখানে ধর্মের ভেদ শাস্ত্রের কোলাহল,

পাদরি- পুরুত- মোল্লা- ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।"

নজরুল সাম্যবাদী চেতনার মূর্ত প্রতীক ছিলেন বলেই তিনি লেখেন----

 \* জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিদ। মূমূর্ষ সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ?"

নজরুলের অনেক কবিতায় সাম্যবাদের উচ্চকিত উচ্চারণ ধ্বনিত হয়েছে।এর মধ্যে অন্যতম কবিতা গুলো হলো--- সাম্যবাদী,সাম্য, প্রলয়োলস্নাস, বিদ্রোহী, কান্ডারি হুঁশিয়ার, সর্ব হারা, কুলি- মজুর, সাম্যের গান, মানুষ, আনন্দ ময়ীর আগমনে, কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, ভাঙার গান, বন্দি বন্দনা,রণভেরি, আত্মশক্তি,মরন বরন, বন্দনা গান,আগমনী, ধূমকেতু,ধীবরদের গান, ঈশ্বর,কৃষানের গান, শ্রমিকের গান, মুক্তি সেবকের গান, ছাত্র দলের গান,সাবধানী ঘন্টা, উদ্বোধন ইত্যাদি।

হপকিন্স বলতে পারেন আমি সাধারণের জন্য লিখি না" কিন্তু নজরুল তো এ চিন্তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে যুগ, সময়, এবং সবের মিলিত অধঃপতন দেখেছেন। যেখানে ভেদ সেখানে বিকৃতি আর এই বিকৃতি র পিছনে রয়েছে সংহতির অভাব।তাই সাধারণ মানুষের উপর বাবুদের যে অপমান ও অত্যাচার । সাম্যবাদী কবিতা তার উপর মূল আঘাত হেনেছে। সমাজ সংস্কারের প্রতিক্রিয়ায় রচিত নজরুলের' সাম্যবাদী' কবিতা সেই শৃঙ্খলার উপর জাগরণের আঘাত। সমাজ সংস্কারের প্রতিক্রিয়ায় রচিত নজরুলের সাম্যবাদী। ক্ষুদ্র মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা নয়, ধর্মীয় ঔদ্ধত্য কে মেনে নেওয়া নয়, বরং জীবনের সকল মূল্যে তাদের তাদের প্রতিষ্ঠাই নজরুলের কবিতার লক্ষ্য।' সাম্যবাদী' পাঠের সময় মনে পড়ে যায় শপ্তদশ শতাব্দীর দৌলত কাজীর লেখা "মানব - বন্দনা"

 "নর বিনে নাহি তিন কেতাব কোরআন

 নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান

 নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর

 ত্রিভূবনে নাহি কেহ তাহার সমান।"

অর্থ বন্টনের বৈষম্যে নজরুল ও সমাজ বন্ধনের পুরানো কাঠামো ভাঙতে প্রায় একই সুরে লিখেছেন-- "মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।"

 ভবতোষ দত্ত তার বাংলা কবিতায় ' ইতিহাসবোধ ও সমাজ চেতনা,' প্রবন্ধে বলেছেন-- "নজরুলের সাম্যবাদী নতুন যুগের হাওয়া লেখা। নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, মোল্লা পুরোহিতের প্রতি ধিক্কার, নানা অর্থ নৈতিক অসাম্য, অসাম্প্রদায়িকতা- নজরুলের কবিতা এই নতুন দৃষ্টি ভঙ্গির বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি।" ( বিষয় প্রবন্ধ পৃ ৪৪৭)

মানুষের ও সমাজের মূল্যবোধ পরিবর্তনের অনুপ্রাণিত ঢেউ। নজরুল ইসলাম খেটে খাওয়া মানুষের জয়ধ্বনি করেছেন।আর এই জয়ধ্বনি থেকে পরবর্তী বাংলা কবিতায় নব যুগের অধিকারবোধে এসেছেন একে একে সুকান্ত ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,অরুণ মিত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের এর মত মহান মানুষেরা। যার ফল সাম্যবাদী চিন্তাধারায় আরো পরিপুষ্ট।

 বৈজ্ঞানিক যুক্তি- তর্কের উপর নির্ভর করে নয়, নিজস্ব চিন্তা- শিক্ষা- চেতনার বশবর্তী হয়ে সমাজের সর্বস্তরের অসাম্যের প্রতি বিরোধিতা করতে গিয়ে, নজরুল সাম্যবাদের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছেন। মনে করেন, বিশ্বে যা কিছু কল্যাণকর ,যা কিছু পাপ- তাপ- বেদনা- অশ্রু বারির কারন তার অর্ধেক ঘটেছে মানুষের জন্য, বাকিটা নারী জন্য। কিছু স্বার্থান্বেষী, ধড়িবাজ পুরুষেরা নারীদের কে ' নরকুন্ড' বলে অপমান করে।এ বিশ্বে যত ফুল,ফল ফলেছে, রূপ,রস, গন্ধ,মধু, নিরমলতায় ভরেছে সব ই নারী দান। অথচ পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী চরম অবমাননার শিকার হয়েছে। কবি স্মরণ দিতে চান জগতের সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত সৌন্দর্যের অন্তস্থলে এক সতী লক্ষী বিরাজমান। শুচি না হলে তাকে দেখা যায় না।তাই কবি বলেছেন----

 " তাজমহলের পাথর দেখেছ,দেখিয়াছ তার প্রাণ?

 অন্তরে তার মোমতাজ নারী, বাহিরেতে শা- জাহান।"

কবি নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের অন্যতম সেরা কবিতা' কুলি- মজুর' । এখানে ভারতীয় কুলি মুকেশের প্রতি ইংরেজ সাহেবদের অত্যাচার নিপীড়নের কথাকে তুলে ধরা হয়েছে । কুলিরূপি দধীচি হাড় দিয়ে বাষ্প- শকট চলছে, মেহনতি মানুষের কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে রাজপথে মোটর, সাগরে জাহাজ, রেলপথে বাষ্প- শকট, বিভিন্ন কলকারখানা চলছে।অথচ সুবিধাবাদীরা এইসব কুলি- মজুরদের শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া সুযোগ সুবিধা ভোগ করে ও তাদের পায়ে মাড়িয়েছেন।মুটে- মজুরদের প্রতিনিধি হয়ে কবি ঘোষণা করেন------

 " আসিতেছে শুভদিন

 দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা,

 শুধিতে হইবে ঋণ।"

কবিতার শেষে কবি তাঁর বিদ্রোহের ভাষাকে অপমানিত নিখিল মহা- মানবের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে শুনিয়েছেন।

 " মহা- মানবের মহা- বেদনার আছি মহা- উত্থান,

 উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাপিতেছে শয়তান।।"

নজরুলের কবিতার প্রধান বিষয় বিপ্লব আর সাম্যবাদ।যুগ- চেতনা তাকে বিপ্লবের মন্ত্র শিখিয়েছে আর সামাজিক বৈষম্য তাকে সাম্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রাসী করে তুলেছে। নজরুলের কবিতায় আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠেছিল।তা হলো গোলামির দিন শেষ। দেশের মুক্তি- ইচ্ছা প্রবল। শ্রমিক, কৃষক পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের চোখে বিদ্যুৎ ইশারা। নজরুল এদের মধ্যেই গতিশীল সমাজের ভবিষ্যত ছবি দেখলেন। বুঝিয়েছেন,এ মাটি কোনো রাজা বা সম্রাটের নয়। মানুষের। ঈশ্বরের সৃষ্টি এ পৃথিবী ভোগ করবে ঈশ্বরের সন্তান মানুষেরাই। নজরুলের কাছে যা আদি প্রেরণা। তিনি নর নারীকে ভেদ জ্ঞানে দেখেননি। বিপ্লবের ভয়ংকর দিনে রাশিয়ার বিভিন্ন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে নারীরা। যেমন ১৯০৫ সালের স্মরণীয় রক্তাক্ত রবিবারের শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছেন এক নারী শ্রমিক।১৯১৮ সালে রাশিয়ার প্রথম নারী শ্রমিক সম্মেলনে লেলিন বলেছেন--------

আজ পর্যন্ত নারীদের অবস্থাকে ক্রীতদাসের অবস্থা বলাচলে। আজ ও পারিবারিক একঘেয়ে কাজ তাদের নিষ্পেষিত করে।তারা এর থেকে মুক্তি পাবে তখন ই, যখন দেশে সমাজতন্ত্র বাদ প্রতিষ্ঠা হবে।( নারী মুক্তি প্রশ্নে: মার্ক এঙ্গেলস- লেলিন- স্তালিন। অনুবাদ- কনক মুখোপাধ্যায়)

লেলিন এর বক্তব্য যেন একটা পঙক্তিতে ধরলেন নজরুল। লিখলেন---' সেদিন সুদূর নয়,যে দিন ধরনি পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরা ও জয়' ।' আর সেই জয় গাওয়ার আগে মর্তের জীবকে অবশ্যই কীব সত্তা পরিহার করতে হবে। পুরোনো সমাজ অন্ত সার শূন্য। নজরুলের ভাষায় --

 " সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষের আসি,

 এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনো এক মিনারের বাঁশী।"

 " একজন দিলে ব্যথা

 সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।।"

নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূল অংশ জুড়ে আছে,' সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- এ মর্মবাণী। তিনি বিশ্বাস করতেন হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক, খ্রীষ্টান হোক-- নিপীড়িত মানবতার একটাই পরিচয়, তারা শোষিত বঞ্চিত মানুষ।আর তার কলম সব সময় শোষিত লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষের জন্য সোচ্চার ছিল। গর্জে উঠেছে নানা মাত্রিকতায়,যা সমসাময়িক অন্য কবিদের চাইতে ভিন্নমাত্রায় বিচার করা যায়। নজরুলের সাম্যবাদী ভূমিকার জন্যই সে সময় তিনি সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। কারন, তিনি মানুষের শোষণকে, নির্যাতনকে সরাসরি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

নজরুল তার শেষ ভাষনে উল্লেখ করেছেন: কেউ বলেন আমার বাণী যবন,কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দুটোর কোনটাই না। আমি শুধু হিন্দু- মুসলিম কে এক জায়গায় ধরে নিয়ে হ্যান্ডশেক করানোর চেষ্টা করছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করছি।

সমতার শ্রোত এবং তার ছন্দে এই ভাবে নজরুল স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছেন। এ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় কালজয়ী কবি নজরুল ইসলাম তার কবিতায় প্রেম, মানবতা, দ্রোহ সবকিছু কে ছাড়িয়ে তিনি যে একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক সাম্যবাদী ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। যদিও একটি গোষ্ঠী নজরুলকে দ্বিখণ্ডিত করতে চেয়েছেন,একদল বলেছেন, নজরুল মুসলমানের কবি ,আর একদল বলেছেন, নজরুল হিন্দুদের কবি। প্রকৃত পক্ষে তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূর্ত প্রতীক। তিনি ছিলেন সম্যের কবি। সাম্যবাদী কবি। বাঙালির প্রাণের কবি। আসলে সর্বহারা শ্রেনির সংস্কৃতির স্বপক্ষে- দেশ বিশ্লেষণ,মানব- বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি তার নিজেকে বিশ্লেষণ।যে কারণে 'সাম্যবাদী' নজরুলের চেতনা অগ্নির অসাধারণ সৃষ্টি যেমন, তেমনি বাংলা কাব্যসাহিত্যেও এ কাব্যগ্রন্থের মর্যাদা ভিন্ন ও সুউচ্চ এবং নিঃসন্দেহে কালজয়ী।

সহায়ক গ্রন্থ:

 ১) সঞ্চিতা- কাজী নজরুল ইসলাম।

 ২) রাষ্ট্রচিন্তার ধারা - দেবাশীষ চক্রবর্তী

 ৩) আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়- দীপ্তি ত্রিপাঠী।

 ৪) কাজী নজরুল ইসলাম ও সঞ্চিতা: লায়েক আলি খান, সম্পাদক- দয়াময় মন্ডল।

 ৫) বাংলা কবিতার কালান্তর- সরোজ বন্দোপাধ্যায়।

 ৬) কৃপাণ ও বীণা- ডঃ অমৃতলাল বালা সম্পাদিত।

 ৭) কবি নজরুল ও সঞ্চিতা - সম্পাদনা দেবকুমার ঘোষ।

 ৮)অনুপম হায়াৎ (ফেব্রুয়ারি ২০১৭)। বহুমাত্রিক নজরুল। বাংলা একাডেমি।

 ৯)নীরদবরণ হাজরা (১৯৯৯)। এক নজরুল, সহস্র সংশ্রয়। বুলবুল প্রকাশন, কলকাতা।

 ১০) গোলাম মুরশিদ। বিদ্রোহী রণক্লান্ত: নজরুল জীবনী। প্রথমা প্রকাশন।

হরিদাস বিশ্বাস । গবেষক , নির্বান বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষক ,হেলেঞ্চা উচ্চ বিদ্যালয়, হেলেঞ্চা, উত্তর ২৪পরগনা। মোবাইল নং ৯৯৩২৬৯৭১৭৫.

মেইল haridasbiswas9@gmail.com.

Haridas Biswas. Researcher, Nirwan University.

 Teacher, Helencha High School, Helencha, North 24 Parganas. Mobile No. 9932697175.

 Mail haridasbiswas9@gmail.com.